

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের স্বপ্নের মেরিটাইম সেক্টরকে
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল
আবেদন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে বাংলাদেশ এর সবগুলো সেক্টরকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

এই সেক্টরগুলোর মধ্যে *বাংলাদেশ এর মেরিটাইম সেক্টর হচ্ছে একটি বিরাট সম্ভাবনাময় সেক্টর।*

আজকের সবচেয়ে মেধাবী তরুণরাই তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মেরিন অথবা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মতো পেশাতে দেখতেই বেশি আগ্রহবোধ করে। এই লক্ষ লক্ষ মেধাবী তরুণদের মধ্যে কতজন পেরেছে তাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে?

- যে স্বল্প সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীর সুযোগ হয় বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে যোগ দেয়ার তাদের সকলেরই একটি স্বপ্ন থাকে, একটি লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্য হল সমুদ্রকে জয় করার স্বপ্ন, শুধু পৃথিবীই দেখবে না, সাথে প্রতি মাসে উপার্জন করবে ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ ইউ এস ডলার।
- কিন্তু আজকের বাস্তবতা হচ্ছে গৌরবের সাথে পাশ করার পরেও বেকারত্ব।
- সম্ভাবনাময় এই পেশার নিদারুণ বেকারত্বের কারণঃ

- ✓ অপরিণামদর্শীতার পরিচয় দিয়ে *অপরিকল্পিতভাবে কোনো রকম জরিপ ছাড়াই ক্যাডেট বৃদ্ধি।*
- ✓ অপ্রয়োজনীয় ভাবে বেসরকারি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর ক্যাডেট বৃদ্ধি।
- ✓ ভিসা সমস্যার কারণে মেরিন অফিসার/ইঞ্জিনিয়ারদের বিদেশী জাহাজে যোগদানের ব্যর্থতা।
- ✓ বাংলাদেশের নিজস্ব জাহাজ সংখ্যা অতি অল্পদিনের ব্যবধানে ৭০ থেকে ২৮ এর কোঠায় নেমে আসা।
- ✓ ভুয়া নাবিকদের **জাল CDC** সংগ্রহের মাধ্যমে বিদেশী জাহাজে যোগ দান করে বাংলাদেশি নাবিকদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করে তাদের চাকরির বাজারকে সংকুচিত করে দেয়া।
- ✓ এর উপর রয়েছে মড়ার উপর খাড়ার ঘা হিসেবে...

ফিশারিজ ছাত্রদের CDC প্রদানের অপচেষ্টা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দূরদর্শী চিন্তা ভাবনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বঙ্গপোসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণ ও এর সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষনের লক্ষ্যে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে BFDC প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৮ সালে BFDC এর একটি প্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ ফিশারিজ একাডেমি যা ১৯৯৩ সালের ১লা জুলাই রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উল্লেখ্য বর্তমানে বাংলাদেশে ২৩৬ টি ফিশিং জাহাজে মাত্র ৯৩ জন ফিশিং সনদধারী স্কিপার ও ১১২ জন ফিশিং সনদধারী ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। অর্থাৎ প্রায় ৬০% পদ শূন্য রয়েছে।

একটি বিশেষ মহল ফিশারিজ ছাত্রদেরকে সরাসরি CDC (Continuous Discharge Certificate) প্রদান করে বাণিজ্যিক জাহাজে অনুপ্রবেশ ঘটানোর দাবি জানাচ্ছে। যা পুরোপুরি অযৌক্তিকই নয় বরং দেশের জন্য আত্মঘাতীও বটে। ফিশারিজ ছাত্ররা যদি পাশ করার পর সরাসরি বাণিজ্যিক জাহাজে যোগ দেয় তাহলে এদেশের **ফিশিং জাহাজগুলো কারা চালাবে?**

- বাংলাদেশ বর্তমানে IMO(International Maritime Organization) এর White List এর অন্তর্ভুক্ত, ফলে বাংলাদেশের COC সমূহ বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃতি পাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশে ক্যাডেটদের Training Program ও Syllabus, IMO অনুমোদিত STCW code A II/1(Deck) এবং STCW Code A III/1(Engine) অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়।
- এখানে উল্লেখ যে ফিশারিজ একাডেমীর Training ও Syllabus সমূহ Department of Shipping ও IMO কর্তৃক অনুমোদিত নহে।
- তবে তারা Direct Entry এর নিয়ম অনুসারে সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজে যোগদান করতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের ৩৬ মাস Sea-Time সমাপ্ত করে COC পরিক্ষা দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

And this is approved by Department of Shipping as well as IMO.

- এই নিয়ম অনুসরণ করে আমাদের মাঝে আজ Captain ও Chief Engineer হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন বহু ফিশারিজ এবং Ex-Navy Officer.
- কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ফিশারিজ ছাত্ররা যদি Direct Entry এর নিয়ম অনুসারে সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজে যোগদান করে তাহলে তাদের এই ৩৩ মাসের Training এর কোনো প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে তাদের এই ৩৩ মাসের Training ও সরকার প্রদত্ত সমস্ত অর্থনৈতিক বিনিয়োগ একটি পূর্ণ অপচয়, যার ব্যয়ভার সমস্ত করদাতাদের উপরেই বর্তায়।

বাংলাদেশি নাবিকদের ভিসা সমস্যা

আন্তর্জাতিক পেশা হওয়ার কারণে বাংলাদেশি নাবিকেরা দেশি জাহাজ ছাড়াও বিদেশি জাহাজে কাজ করার সুযোগ পায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিদেশি নাবিকদের মতো সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকার পরও **বাংলাদেশি নাবিকেরা UAE, SINGAPORE, HONGKONG, USA** এর মতো সমৃদ্ধ মেরিটাইম দেশের ভিসা পাচ্ছে না। এমনকি প্রতিবেশি দেশ ভারত থেকেও বাংলাদেশি নাবিকদের জাহাজে যোগদানের কোনো সুব্যবস্থা নেই।

এর ফলে বাংলাদেশি নাবিকদের এক বড় অংশ বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ হারাচ্ছে। যার ফলে প্রতি বছর দেশ হারাচ্ছে মোটা অঙ্কের রেমিটেন্স। উল্লেখ্য, **একজন সাধারণ নাবিক এর পাঠানো রেমিটেন্স, একজন সাধারণ প্রবাসির পাঠানো রেমিটেন্স এর প্রায় ১০ গুন।**

শুধুমাত্র ভিসা সমস্যার কারণে অধিকাংশ বিদেশী স্বনামধন্য কোম্পানি বাংলাদেশি নাবিকদের চাকরি প্রদানে অনাগ্রহী। সুতরাং কূটনৈতিক আলচনার মাধ্যমে ভিসা সমস্যা সমধান করতে পারলে অধিকাংশ নাবিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিদেশি কোম্পানিগুলো থেকে যদি নাবিকদের **OK TO BOARD** এর ছাড় নেয়ার সুব্যবস্থা করা যায় তাতেও সমস্যার অনেকখানি সুরাহা হবে। এক্ষেত্রে মেরিটাইম সমৃদ্ধ দেশ সমূহের বাংলাদেশি দূতাবাসে **MARINE EXPERT/AGENT** নিয়োগ প্রদান করলে দেশি নাবিকেরা অনেক উপকৃত হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশে নাবিকদের হাতে এখনও হাতে লেখা CDC দেয়া হচ্ছে। নাবিকদের জন্য তাই মেশিন রিডেবল CDC ও COC চালু করলে এবং বিমানবন্দরে নাবিকদের জন্য আলাদা বুথ রাখলে(CDC ও COC ভেরিফিকেশন এর জন্য) এই সনদ জালিয়াতির আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

করণীয়...

1. BANGLADESH MERCHANT SHIPPING ORDINANCE 1983 এর 237(2)(B) নং ধারায় বর্ণিত **MARITIME ADVISORY COMMITTEE** এর আলোকে একটি কমিটি গঠন পূর্বক বিদেশি কোম্পানিতে আবেদন করে চাকুরীর বাজার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।
2. মেরিটাইম সেক্টরে সামগ্রিক অগ্রগতি দেখাশোনার জন্য **আলাদা একটি কমিশন** গঠন করা।
3. বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরের সকল ক্ষেত্রে **INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO)** এর **Rules & Regulations** র প্রয়োগ শতভাগ নিশ্চিত করা।
4. According to FAO (Food and Agricultural Organization) , there were four million commercial fishing vessels in the world in 2004.
(Ref: <https://en.m.wikipedia.org/wiki/fishing>.....).
এই বিশাল ফিশিং জাহাজ বহরে ফিশারিজ ছাত্রদের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।
5. বাংলাদেশি পণ্য পরিবহণে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে **জাহাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অর্থোত্তিক কর প্রত্যাহার করলে জাহাজের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে** ফলে সকল পক্ষই উপকৃত হবে।

পরিশেষে...

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের মেরিটাইম সেক্টর আজ ধ্বংসের মুখে। এই সেক্টরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে কোনো মোটা অঙ্কের বাজেটের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র প্রয়োজনঃ

সরকার এর সদিচ্ছা,
সঠিক পরিকল্পনা আর
কূটনৈতিক পদক্ষেপ।

আমাদের আশা , উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরকে বাঁচাতে এবং স্বপ্নের BLUE ECONOMY বাস্তবায়ন করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন।

জুলদিয়া মেরিন একাডেমি অ্যালামনাই
অ্যাসোসিয়েশন।